তারিখ ... 2·4·MAR··7
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম 4 ...

# প্রাইভেট ভার্সিটির কর্মকাণ্ডে মঞ্জুরি কমিশন ক্ষুব্ধ

## নতুন আইন তৈরির উদ্যোগ

॥ নিজামুল হক ॥

জারি করা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ যাতে সংসদে পাস না হতে পারে সেজন্য দৌড়ঝাঁপ করেছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের 'সংগঠন এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস'। শুধু তাই নয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) আইন তৈরির উদ্যোগ নেয়া থেকে শুরু করে অধ্যাদেশটি জারি হবার পূর্ব পর্যন্ত এর বিরোধিতা (২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

## প্রাইভেট ভার্সিটির

(প্রথম পৃঃ পর)

করেছিলেন সংগঠনের নেতারা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের বিরোধিতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারি করা অধ্যাদেশটি বর্তমান সংসদে বিল আকারে উত্থাপিত হয়নি-এমন অভিযোগও রয়েছে। এ কারণে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি অধ্যাদেশটি বিলুপ্ত হয়। ইউজিসির ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা ইত্তেফাককে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন যাতে পাস হতে না পারে সেজন্য সব ধরনের কার্যক্রম চালায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনটি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের এমন কর্মকাণ্ডে ইউজিসি হতাশ। শুধু তাই নয়, পরিবেশ এবং মানে দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড নিয়েও ইউজিসি ক্ষুব্ধ; কিন্তু পর্যাপ্ত আইনের অভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। ইউজিসির ঐ কর্মকর্তা বলেন, হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যাদের কর্মকাণ্ডে সরকার মোটামুটি সন্তুষ্ট।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা ইত্তেফাককে জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডে মন্ত্রণালয়ও হতাশ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারি করা অধ্যাদেশটি সংশোধন করে নতুন করে আইন তৈরির উদ্যোগ নেবে। এর আগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা হবে। কোন কোন অংশে তাদের আপত্তি আছে সেটাও বিবেচনায় আনা হবে।

মন্ত্রণালয়ের ঐ কর্মকর্তা বলেন, এর আগে বিএনপি সরকার গঠন করার পর নানামুখী চাপে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আইন তৈরি করা যায়নি। এবারও আইন তৈরি করা যাবে সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে না। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইন তৈরির জন্য নতুন করে উদ্যোগ নেবে।

### সাত বছর পর অধ্যাদেশ জারি

অধ্যাদেশ তৈরির উদ্যোগ নেয়া থেকে শুরু করে কেটে যায় সাতটি বছর। অবশেষে ৩০ ডিসেম্বর জারি করা হয় অধ্যাদেশ; কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত যুগোপযোগী কোন আইন পাস করা যায়নি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২-এর আলোকেই চলছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড।

দেশে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে অনুরোধ করে। কিন্তু পরে একের পর এক নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার নামে শুরু হয় বাণিজ্য। এ লক্ষ্যে সরকার ২০০৩ সাল থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নানামুখী বাধার মুখে সেটি পাস করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০০৩ সালের পর তিনবার অধ্যাদেশটি জারির উদ্যোগ নেয়া হলেও মাঝপথে তা আটকে যায়। রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকার কারণে এটি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, দীর্ঘ সাত বছরে কাজের অগ্রগতি দেখে আমরা হতাশ হয়েছি। এখন নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তা কিছুই বলা যাচ্ছে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরোধিতার মুখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অসহায় বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন ঐ কর্মকর্তা জানান।

### বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কর্মকাণ্ডে হতাশ ইউজিসি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ আকারে জারি না করার জন্য গত ১৪ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টা এবং ১০ অক্টোবর উপদেষ্টার কাছে দাবি জানিয়েছিলেন এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তারা জানান, প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে এমন কিছু ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল ধারণাই বিনষ্ট করবে। প্রধান উপদেষ্টার কাছে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-০৮-এর মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ (সংশোধিত ১৯৯৮)কে রহিত করে অগ্রসরমান বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে চলমান দ্রুতগতিশীল পদক্ষেপকে বিনষ্ট করবে।

কমিশনের এক কর্মকর্তা বলেন, শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের বিরোধিতা নয়, শিক্ষার নামে বাণিজ্য চালাচ্ছে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। তারা অবকাঠামোগত অবস্থা ও শিক্ষার মান বিবেচনায় না এনে বাণিজ্যিক দিক বিবেচনা করে শিক্ষার্থী ভর্তি করাচ্ছে এমন অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রকৃত উচ্চ শিক্ষা প্রশ্নসংকুল করে তুলেছে। কমিশনের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তুলে ধরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়মের চিত্র। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত মাত্র ২৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন রয়েছে।

ইউজিসি জানায়, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যায় শিক্ষক নেই। কমিশনের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের সংখ্যা ৭ হাজার ৯৭১ জন। এর মধ্যে পূর্ণকালীন ৪ হাজার ৩৪৩ জন শিক্ষক এবং ৩ হাজার ৬২৮ জন খণ্ডকালীন। কর্মরত শিক্ষকের সাথে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত হয়েছে দাঁড়ায় ১:৩৯। অথচ মানসম্মত শিক্ষার জন্য ১৮ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক প্রয়োজন।